পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ বাংলা : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৮০ ইং : ২১শে মহরম, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫ ০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী — ৩০শে নভেম্বর, ১৯৮০ ইং — ৩৪শ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরে কুরআন : 'ইসলামের বিজয় দিবস সমাগত ! পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী'	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৭
* অমৃতবাণী : 'পচত্তর বছর পূর্বে দিল্লী সফর উপলক্ষে—	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
* জুমার খোৎবা : 'তাহ্‌রীক জদীদ নববর্ষ ঘোষণা'	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১১
* কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৪
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা : —(৫৭)	মূল : হযরত হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২০
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২২

শোক সংবাদ

গত ২৮শে অক্টোবর রাত ১১টায় কুষ্টিয়া জেলার কোলদিয়াড় (নাসিরাবাদ) জমাতে আহমদীয়ার প্রবীণ আহমদী জনাব আফছার আলী প্রামাণিক সাহেব ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তাঁর রুহের মাগফিরাতের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দো'য়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ বাংলা : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৮০ ইং : ৩০শে নবুয়ত, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

ইসলামের বিজয়দিবস সমাগত !

পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা) -এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-ফজরের তফসীর অবলম্বনে।) –মোঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহররমের দশম রাত্রি এবং ফেরাউনের ধ্বংস ঃ

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে মহররমের দশ রাত্রি এক বিশেষ গুরুত্ব ও মহিমা রাখে। কারণ এই তারিখে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মুসা (আঃ)-কে ফেরাউনের কবল হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা তাঁহার উম্মতের জন্যও এক দফা ঘটিবে। সেই দিন তাঁহার উম্মত এক আযাব হইতে উদ্ধার পাইবে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯৪৫ সনে সুরা ফজরের –

الم تر كيف فعل ربك بعاد ٥ ارم ذات العماد ٥ التى لم يخلق
مثلها فى البلاد ٥ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ٥ وفرعون ذى
الاوتاد ٥ الذين طغوا فى البلاد ٥ فاكثروا فيها الفساد ٥ فصب عليهم
ربك سوط عذاب ٥ ان ربك لبالمرصاد ٥

অর্থাৎ – "তুমি কি লক্ষ্য কর নাই, তোমার রব আ'দ (কওমের পাপাচারের) কি (প্রতি-বিধান করিয়াছিলেন ? অর্থাৎ বড় বড় ইমারতের অধিকারী এরাম (শহরের অধিবাসী অথবা জাতি), যাহাদের অনুরূপ (জাতি) সেই এলাকায় সৃষ্ট হয় নাই এবং সমুদ (জাতি) -এর কথা কি তুমি অবগত আছ যাহারা উপত্যকায় পাথর (বা পাহাড়) কাটিয়া (ইমারত) বানাইত এবং ফেরাউন (সম্বন্ধে), যে বহুল তাবু (অর্থাৎ বিশাল সৈন্য বাহিনী অথবা পর্বত সঙ্কুল এলাকা বা প্রস্তর নির্মিত ইমারত) সমূহের অধিপতি ছিল ? (তুমি কি অবগত আছ) ইহারা সকলে জনপদ সমূহে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, যাহার ফলে তাহারা সেই

(জনপদ) সমূহে বহুল ও চরমাকারে পাপাচারে লিপ্ত হয়। ইহাতে তোমার রব তাহাদের উপর আযাবের আঘাত হানেন। নিশ্চয়ই তোমার রব (সদা শাস্তি লইয়া) ওৎ পাতিয়া আছেন"—আয়াত সমূহের তফসীর করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এখানে তিনটি কওমের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—আ'দ, সামূদ ও ফেরাউনের কওম-ত্রয়। প্রথম দুই কওম আরবের অধিবাসী ছিল এবং ফেরাউনের কওম মিশরের। আল্লাহ্‌তায়ালা এই তিন কওমের উল্লেখ করিয়া দুই যামানার সংবাদ দিয়াছেন। এক, ঐ যুগের যখন মক্কাবাসীদিগের উৎপীড়নে মুসলমানগণের উপর অন্ধকার রাত্রি আপন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং দ্বিতীয়, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যুগের। যেহেতু (প্রাথমিক) মুসলমানগণের উপর রাত্রি ঘনাইবার প্রথম কারণ আরব কাফেরগণ ছিল এবং আ'দ ও সামূদ তাহাদের দেশের অধিবাসী ছিল এবং মক্কা শরীফের উত্তর প্রদেশে সামূদ কওম বাস করিত এবং দক্ষিণাঞ্চলে আ'দ কওম বাস করিত, সেইজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদী কোরেশ ও আরবের কাফেরগণকে উক্ত দুই কওমের পরিণাম স্মরণ করাইয়া সতর্ক করিয়াছিলেন যে তাহারা সংশোধিত না হইলে তাহাদেরও একই পরিণাম হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে নবীর মোকাবেলা করার অপরাধে আদ ও সামূদ কওমের ন্যায় সমূলে ধ্বংস করিয়া দিবেন।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে অতঃপর ফেরাউনের উল্লেখ থাকা সম্বন্ধে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) উপরে লিখিত মহরমের দশম রাত্রি সম্বলিত হাদিসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, গত ১৩০০ বৎসরের মধ্যে বনি ইস্রাইল সহ হযরত মুসা (আঃ) বনাম ফেরাউন ও তাহার বিপুল বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন সদৃশ ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অনুরূপ ঘটনা আগামীতে ঘটা সুনিশ্চিত এবং ইহার সংঘটন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যামানার সহিত নির্দিষ্ট ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

"আমি (স্বপ্নে) দেখিলাম, আমি মিশরের নীল দরিয়ার কিনারায় খাড়া আছি এবং আমার সহিত অনেক বনি-ইসরাইল রহিয়াছে এবং আমার নিজেকে মুসা বলিয়া ধারণা হইতেছে। মনে হইতেছে আমি দৌড়াইয়া চলিয়া আসিতেছি। দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম ফেরাউন এক বিরাট বাহিনী লইয়া আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে এবং তাহার সহিত বহু উপকরণ রহিয়াছে, যথা ঘোড়া, গাড়ী, রথ ইত্যাদি। সে আমার অতীব নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমার সঙ্গী বনি-ইসরাইল অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে নিরাশ হইয়া গিয়াছে এবং উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতেছে, 'মুসা! আমরা ধরা পড়িয়া গেলাম।' আমি উত্তরে উচ্চৈস্বরে দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলাম। كلا ان معى ربى سيهدين

'কখনও ইহা হইতে পারে না। নিশ্চয় আমার রব আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।' (তাজকেরা—৪৫৪ পৃঃ)

তাঁহার আর একটি ইলহাম আছে যাহা ইহার অনুরূপ:

يأتى عليك زمان كمثل زمان موسى

অর্থাৎ "তোমার উপর এমন এক সময় আসিবে যাহা মুসা (আঃ)-এর যামানার অনুরূপ হইবে।" (তাযকেরা ৪৪৬ পৃঃ) অতএব যখন হাদিসে বর্ণিত আছে যে হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনার অনুরূপ এক ঘটনা ঘটিবে এবং ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে যে এরূপ ঘটনা এযাবৎ ঘটে নাই এবং অপরদিকে আল্লাহ্‌তায়ালা বর্তমান যুগে তাঁহার প্রেরিত মামুর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে জানাইয়াছেন যে তিনি মুসা (আঃ)-এর অনুরূপ, এবং ফেরাউন

তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে এবং তাঁহার সঙ্গী বনি-ইসরাইল (রূপ মজলুম জামাত) ঘাবড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিবে: 'হে মুসা! আমরা ধরা পড়িয়া গিয়াছি।" এবং তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলিবেন— كلا ان معى ربى سيهدين

"ইহা কখনও হইতে পারে না। আমার রব আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।"

উপরোক্ত দুইটি ইলহামের সহিত হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাঁহার একটি স্বপ্ন সংযুক্ত করিয়া লইতে বলিয়াছেন:

"আমি এক স্থানে অবস্থান করিতেছি। তখন আমার মনে হইল আমি যেখানে আছি, সেখানে হযরত মুসা (আঃ)-ও আশ্রয় লইয়াছিলেন।" (আল-ফজল ৩০শে জুন, ১৯৪৪ খ্রীঃ অব্দ দ্রষ্টব্য।)

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যাহা وليال عشر "দশ রাত্রির" দ্বিতীয় প্রকাশের অর্থাৎ দশ শতাব্দীর বক্রযুগের পর আরও এক বিশেষ রাত্রি অর্থাৎ হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যামানায় পূর্ণ হইবে এবং হযরত মুসা (আঃ) যেরূপ মিশর হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, জামাতে আহমদীয়াকে তদনুরূপ কোন ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইবে।

সুতরাং আলোচ্য আয়াতগুলিতে যেমন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দুশমনগণের দৃষ্টান্ত আদ ও সমুদ কওমের সহিত দেওয়া হইয়াছে, তেমনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) -এর দুশমনগণের জন্য ফেরাউনের ঘটনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হইয়াছে।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যুগে এগার বৎসর যাবৎ কাফেরগণকে আল্লাহ্‌তায়ালা ঢিল দিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিয়া অপব্যবহার করে; ফলে সহসা তাহাদের সকল শান ও শওকতকে ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া হয় এবং মোমেনগণের দুঃখের রাতকে সুখের দিনে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় প্রকাশের সময় হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে কোন ফেরাউন জামাতে আহমদীয়ার উপর এরূপ সাংঘাতিক অত্যাচার করিবে যে, তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিবে, يا موسى انا لمدركون

অর্থাৎ, হে মুসা! এখন তো আমাদের ধ্বংস আমাদের মাথার উপর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই ফেরাউনের হাত হইতে আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না।

অতঃপর হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলিয়াছেন, "সেই মহা দুর্দিনে যিনি জামাত আহমদীয়ার নেতা থাকিবেন, তিনি মুসা (আঃ)-এর ন্যায় নিজ সঙ্গীগণকে বলিবেন, ভুল কথা, এমন কখনও হইতে পারে না। দুশমন তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। আমার রব আমার সংগে আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন।

যখন কাফেরগণ সওর গুহায় পৌঁছিয়াছিল এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘাবরাইয়া গিয়াছিলেন, তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন,

لا تحزن ان الله معنا

"দুশ্চিন্তা করিও না, খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন।" অনুরূপভাবে যখন জামাতে আহমদীয়া কোন ফেরাউনের অমানুষিক উৎপীড়নে ঘাবরাইয়া যাইবে, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) জামাতে আহমদীয়াকে রুহানীভাবে তাহাদের তৎতকালীন খলিফা ও ইমামের মুখ নিঃসৃত অভয়বাণীর দ্বারা সান্ত্বনা দিবেন। যখন তাহারা রূপকভাবে মহা বিপদ ও দুঃখের সাগর তীরে খাড়া হইবে অথবা সম্ভবতঃ মিশর অথবা অন্য কোন দেশে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে, তখন সত্য সত্যই নীল নদী অথবা অন্য কোন নদীর * তীরে অবস্থিত হইয়া আহমদীয়া জামাতের খলিফা মহা প্রতাপে বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিবেন :

كلا ان معى ربى سيهدين

"তোমরা দুঃখ ও দুশ্চিন্তা করিও না। আমার সহিত সেই প্রবল প্রতাপান্বিত এক ও অদ্বিতীয় আমার রব আছেন এবং তিনি আমাদিগের রাত্রি প্রভাত করিয়া দিবেন।'

পাঠক! পাকিস্তানে ১৯৭৪ সাল ও পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলী এবং আহমদীয়া জামাতের বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপরে বর্ণিত বিষয়াবলীর সত্যতা অনুধাবন করিতে পারিবেন এবং বুঝিবেন যে ইসলামের সূর্য অদূরে উদীয়মান হইতে চলিয়াছে।

ইসলামের বিশ্ববিজয়ঃ

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যামানায় যেমন বদরের যুদ্ধের পরেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু পেরেশানী ঘটিতে থাকে, তেমনি হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে আহমদীয়তের সূর্য বিজয়ের আকারে উদিত হওয়ার পরও সময়ে সময়ে কিছু কিছু পেরেশানী দেখা দিতে পারে এবং আমাদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম জারী থাকিবে। কিন্তু লোক দেখিবে যে আহমদীয়তের বিজয়ের ধারা অব্যাহত গতিতে আগাইয়া যাইতেছে। এইভাবে পূর্বালোচনা অনুযায়ী 'কমর' শব্দ নির্দিষ্ট তিন শতাব্দীর মধ্যে সারা জগতে আহমদীয়ত তথা সত্যিকার ইসলাম জয়যুক্ত হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ্তায়ালার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে। স্বল্প সংখ্যক লোক যাহারা আহমদীয়ত গ্রহণ করিবে না, তাহারা ইহুদী সদৃশ হইয়া নাম হারা জীবন যাপন করিবে।

ইমাম মাহদী (আঃ) কোথায়? প্রবঞ্চনা আর কত দিন?

যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা বলা ছিল, তিনি আসিয়া গিয়াছেন। যাহারা সারাটা বিগত শতাব্দী তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছেন তাহারা নিজদিগকে প্রবঞ্চিত করিতেছেন এবং সরল-মতি জনগণকে সত্য হইতে দূরে রাখিবার মিথ্যা প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আর কতদিন তাহাদের এ মরীচিকা প্রদর্শনের প্রহসন চলিবে?

হিঃ চতুর্দশ শতাব্দী গত হওয়া সত্বেও যখন আর কেহ আসিলেন না, তখন তাহারা জনগণকে কি কৈফিয়ৎ দিবেন? তাহাদের মতানুযায়ী হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে কেহ আসিলেন না, বিগত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও কেহ

---

* চিনাব (চন্দ্রবতী) নদীর তীরে আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র রাবওয়া অবস্থিত। ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানে আহমদীদের উপর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অধীনে রাজনৈতিক দলসমূহ ও উলেমারা সম্মিলিতভাবে পাষবিক অত্যাচার মানবিক ও ঘমীয় অধিকার নসাৎ করিলে আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলিফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) প্রতিশ্রুত অভয়বাণী জামাতকে দৃপ্তকণ্ঠে শুনাইয়াছেন। —সম্পাদক।

আসিলেন না, যদিও আলেম সমাজ জনগণকে প্রথম ভাগেই ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নিশ্চিত আগমনের শুভ সংবাদ শুনাইয়াছিলেন এবং যখন সমাগত মহাপুরুষ তাহাদের মনঃপুত হইলেন না, তখন তাহারা মধ্যভাগে তাঁহার আগমনের ওয়াদা শুনাইলেন এবং যখন মধ্যভাগেও দেখিলেন যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ব্যতিরেকে আর কাহারও দাবী নাই, তখন তাঁহারা শতাব্দীর শেষভাগ অর্থাৎ ৮০ হিজরীকে আশ্রয় করিলেন। কিন্তু যখন ৮০ হিজরীটিও তাহাদিগকে বিফল মনোরথ করিল, তখন তাঁহারা শতাব্দীর শেষ ৩ বৎসরকে আকড়াইয়া ধরিলেন। ঐ ৩ বৎসরও ফুরাইয়া সম্পূর্ণ শতাব্দী তাহাদিগের নৈরাশ্যে কটিয়া গেল। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত সত্য মহাপুরুষকে গ্রহণ না করিলে চিরকাল হইতে এই ফলই হইয়া আসিয়াছে।

আলেম সমাজের কি চিন্তা করার অবসর হয় নাই যে পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে যখন চতুর্দশ শতাব্দী অপেক্ষা অবস্থা অনেক কম গুরু ছিল, তখন ঠিক সময়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মোজাদ্দেদগণ আসিলেন, কিন্তু হিঃ চতুর্দশ শতাব্দী, যাহা মানবজাতির জন্য পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর কাল এবং ঐ শতাব্দীর ভয়াবহতা সম্বন্ধে সকল নবী সতর্ক করিয়া গিয়াছেন এবং এ যুগের জন্য বিশেষ এবং মহা প্রতাপশালী এক মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, সেই মহা জরুরতের যুগই কি তাঁহাদের দৃষ্টিতে হেদায়েত ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেল!! মানবজাতির মহাবিপদ কালে কি করুণাময় খোদাতায়ালা নীরব থাকিলেন?

ফলিত লক্ষণমালা জ্ঞানীগণের জন্য সবক বহঃ

যথাসময়ে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব এবং তাঁহার প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ক্রমঃবর্ধমান আকারে নযীরবিহীন আযাব দুনিয়াতে মুষলধারে নাযেল হইতে দেখিয়া এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের দ্বারা সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা হইতে দেখিয়াও কি আর সত্যান্বেষীগণের বসিয়া থাকার সময় আছে?

সুরা ফজরে আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা প্রতিশ্রুত ও যথাসময়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে ফলিত লক্ষণমালা হইতে কি জ্ঞানীগণের বুঝিবার জন্য সবক ও করণীয় কিছু নাই?

যাহার চক্ষু আছে, তিনি পড়িয়া রাখুন এবং যাহার কর্ণ আছে তিনি শুনিয়া রাখুন, সকল ধর্ম প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, যাঁহার নাম বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন এবং ইসলামে যাঁহার নাম ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ), তাঁহার আগমনের সময় ইসলাম সহ সকল ধর্মই হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী নির্দিষ্ট করিয়াছিল। তদনুযায়ী এ যুগের উলেমা এই শতাব্দীর প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া, মাঝের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, মাঝে না পাইয়া ১৩৮০ হিজরীর জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং উহাতেও নিরাশ হইয়া উক্ত শতব্দীর শেষ দিনটির উপরও ভরসা করিয়াছিলেন। তাহাদের সব আশা ভরসা বিফল মনোরথ হইল। নিশ্চিত আর কেহ আসিবে না। কারণ কোন ধর্ম-পুস্তক এবং কোন বুজুর্গ অতীতের হউন বা বর্তমানের, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জন্য হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তী কালের দিকে তাকান নাই। অতএব সুধীগণ অবহিত হউন, সত্য যথাসময়ে আসিয়াছে; আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আসিয়াছেন; তাঁহাকে গ্রহণ করুন। যাহারা ধর্মে বিশ্বাসী তাঁহাদিগের ইহা ছাড়া গত্যান্তর নাই।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ১৮৮৯ সনে যখন বয়েতের জন্য জগতবাসীকে আহ্বান করেন, তখন তিনি ছিলেন একা এবং আজ ৯০ বৎসর পরে আজআহমদীয়া জামাতের জনসংখ্যা এক কোটিরও উপর। ইনশাআল্লাহ আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে জামাত বহু কোটিতে পরিণত হইবে। এ সম্পর্কে আমাদের জামাতের খলিফা ও ইমাম হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) ১৯৭৬ সনের জুলাই মাসে তাঁহার আমেরিকা সফর উপলক্ষ্যে নিউ ইয়র্কে এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে জামাতের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি একটি খোদায়ী সুসংবাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন –

"আমরা আশা রাখি যে, আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে আমেরিকায় ইসলামের স্বপক্ষে কতকগুলি বিপ্লবাত্মক-পরিবর্তনের সূত্রপাত হইবে, এবং উহার পরবর্তী ৫ বৎসরে রাশিয়াতেও অনুরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সমূহ ঘটিতে আরম্ভ করিবে। এ সব কি ভাবে সংঘটিত হইবে তাহা আমরা জানিনা। শুধু ইহাই বলিতে পারি যে,খোদাতায়ালা আমাদিগকে ইহা বলিয়াছেন এবং তিনি উহা ঘটাইতে পূর্ণ কুদরত ও ক্ষমতা রাখেন। শুধু আমেরিকার অধিবাসীগণই নহে বরং সম্পূর্ণ রাশিয়ান জাতি ইসলাম গ্রহণ করিয়া খোদাতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। যেভাবে একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া আসে, তেমনিভাবে বীজবৎ আমাদের জামাতের বর্তমান সামান্য ব্যবস্থা ও আভাস গুলি হইতে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য মহামহীরুহের ন্যায় আত্ম-প্রকাশ করিবে এবং পরিপোষণ ও বিকাশ লাভ করিয়া পৃথিবী জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবে। বর্তমান মুহূর্তে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিতে ঐরূপ আধ্যাত্মিক বিপ্লব অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভবিষ্যতে সেই বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভাব্য ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দ্বারা উহাকে সংঘটিত হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছি।"

(পাক্ষিক আহমদী ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ইং সংখ্যা পৃঃ ৩৫)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ইতিপূর্বে রবওয়া মোকামে ১৯৭৩ খ্রীঃ অব্দের জলসা সালানা উপলক্ষে জামাতের সম্মুখে ১৯৮৯ খ্রীঃ অব্দে আহমদীয়তের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর সম্বর্ধনায় জুবলী জলসা অনুষ্ঠানের ঘোষণা ও বিরাট কর্মসূচী প্রদান করেন। বহু বাধা-বিপত্তি সত্বেও ঐ কর্মসূচী অনুযায়ী কার্যক্রম দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। ইনশাআল্লাহ যথাসময়ে জগতের উপর উক্ত বিজয় শতাব্দীর প্রভাত ১৯৮৯ খ্রীঃ অব্দে নামিয়া আসিবে এবং মোমেন-গণের চক্ষুকে স্নিগ্ধ এবং হৃদয়কে প্রশান্তি পূর্ণ করিয়া দিবে। উহার আয়োজন আকাশে ও যমিনে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতেছে।

যেহেতু এ যুগকে নুহ (আঃ)-এর যুগের সাথে তুলনা করা হইয়াছে, সেইজন্য নুহ (আঃ)এবং তাঁহার অনুগামীগণের জন্য যে নিরাপদ ও সমুজ্জল দিবসের আগমন হয়, উহার দৃষ্টান্ত দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে এ যুগের মানব-মণ্ডলীকে যে যুগান্তরকারী সতর্ক ও সুসংবাদ বাণী দিয়াছেন নিম্নে উহার উল্লেখ দ্বারা জ্ঞানীগণের দৃষ্টিকে আর একবার আকর্ষণ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি –

اليس الصبح بقريب

"প্রভাত কি সন্নিকট নহে?" (সুরা হুদ, ৭ম রুকু)

অদূরে ঐ ১৯৮৯ খৃঃ অব্দ ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর প্রভাতের আগমনী ঝাণ্ডা উড়াইয়া ধাইয়া আসিতেছে। (সমাপ্ত)

হাদিস শরীফ

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৫৪। হযরত ইব্‌নে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "এক কাশ্‌ফী দৃশ্যে (দিব্য দর্শনে) ঈসা, মুসা এবং ইব্রাহীম (আলাইহিমুস সালাম)-কে দর্শন করিলাম। ঈসা (আঃ) গৌরলাল বর্ণ, কুঞ্চিত কেশযুক্ত, প্রশস্তবক্ষ বিশিষ্ট ছিলেন। মুসা (আঃ) গোধম বর্ণ এবং ভারী দেহ বিশিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার চুল সোজা ছিল, যেমন জাট গোত্রের হয়।" [বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া, ১:৪৮]

৪৫৫। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "কসম সেই পবিত্র সত্তার, যাঁহার শক্তির করায়ত্তে আমার প্রাণ! শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে ইব্‌নে মরয়্যাম * অর্থাৎ মসীলে-মাসীহ [মসীহ সদৃশ ব্যক্তি] অবতীর্ণ হইবেন সুবিচারক, ন্যায় মীমাংসাকারী, ক্রুশ ভঙ্গকারী, শুকর বধকারী, যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসানকারীরূপে। অর্থাৎ, তাঁহার সময়ের বিশেষত্ব হইবে ধর্মের নামে যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিসমাপ্তি। রুহানী মাল তিনি এরূপ বিতরণ করিবেন যে, কেহ তাহা গ্রহণ করিবে না। এহেন যুগে এক 'সেজদা' পৃথিবী ও উহার মধ্যকার যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ যুগটা হইবে জড়বাদিতা প্রবণতার। এই রিওয়াইত বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : 'যদি তোমরা চাহ, তবে এই আয়াতটি পাঠ করিতে পার : "কিতাব ধারীগণের মধ্য হইতে কেহ নাই ইহা ছাড়া যে, সে তাহার মৃত্যুর পূর্বে ইহাতে ঈমান আনে এবং তিনি কিয়ামতের দিনই তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবেন।" ['বুখারী ; কিতাবুল আম্বিয়া 'বাবু নযুলু ঈসা বিন মরয়্যাম ; ১:৪৯০ পৃঃ]

---

* (১) হাদিস নং ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৩৬৯, ৩৭০, হইতে জানা যায় যে, বনি ইস্রায়ীলের রসুল ছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। একশত বিশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি পরলোক গমন করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), হযরত ইমাম মালেক (রাযিঃ), হযরত ইবনে হাযম (রহঃ) এবং আরো কোন কোন উলামার অভিমত ইহাই যে, হযরত ঈসা (আঃ) ওফাত পাইয়াছেন। [৪৭১ নং হাদিসের পাদটীকা দ্রষ্টব্য] (২) এবং জানা উচিত, কেহ মরিবার পর তাহাকে কিয়ামতের পূর্বে পুনরুজ্জীবিত করা হয় না। সুতরাং সঠিক ইহাই যে, যে ইবনে মরিয়াম আসার কথা ছিল, তিনি স্বয়ং ঈসা আলাহিস-সালাম নহেন বরং

(অবশিষ্ট টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

৪৫৬। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: 'ঈসা অর্থাৎ মসীহ মওউদ (আঃ) অবতীর্ণ হইবেন, শুকর বধ করিবেন, ক্রুশ ভাঙ্গিবেন, অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিবেন, তাঁহার জন্য কর্ম বহুল ব্যস্ততা বশতঃ নামাজ স্থগিত করা হইবে, তিনি অর্থ দান করিবেন, কিন্তু কেহ গ্রহণ করিবে না। তিনি জিযিয়া বা খাজনা উঠাইয়া দিবেন, 'আরবৌউহা' নামক স্থানে অবতীর্ণ হইবেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধিবেন।" অর্থাৎ, তাঁহার আবির্ভূত হওয়ার উদ্দেশ্য এবং তাঁহার সমর্কক মনোযোগের কেন্দ্র ও কিবলাহ হইবে কা'বা শরীফের আযমত হিফাজত ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা। ['মুসনদে আহমদ; মিশর সংস্করণ; ২:২৯০ পৃঃ]

---

* তাঁহার মসিল, তাঁহার অনুরূপ ব্যক্তি, যিনি তাঁহার গুণ ও কার্য্যের দিক হইতে ঈসা ইবনে মরিয়ম সদৃশ এবং এই কারণে তাঁহার নাম প্রাপ্ত হইয়া মসীহ মওউদ, তথা প্রতিশ্রুত মসীহ বলিয়া অভিহিত হওয়ার ছিলেন। ইমাম সিরাজ উদ্দীন (রহঃ)-ও তাঁহার প্রসিদ্ধ কেতাব 'জরিদাতুল আজাইব' ২১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "যে প্রতিশ্রুত পুরুষ আসিবার কথা, তিনি স্বয়ং হযরত ঈসা নহেন বরং তাঁহার মসিল এবং যিল্ল (সদৃশ ও প্রতিবিম্ব) হইবে।" শেখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী (রহঃ)-ও ইহাই লিখিয়াছেন। [৪৫৭ নং হাদিসের পাদ-টীকা দ্রষ্টব্য]

২। হাদিস নং ৪৪৪তেও একথা উল্লেখ রহিয়াছে যে, মসীহ মওউদ (আঃ) আবির্ভূত ('মবউস') হইবেন। তিনি দাজ্জালকে বধ করিবেন এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ জাতিগুলি তাঁহার দোয়ার ফলে ধ্বংস হইবে।

৩। হাদিস নং ৪৫৭-৪৬১ হইতে প্রকাশ যে, মসীহ মওউদ তথা প্রতিশ্রুত মসীহ ক্রুশ ভাঙ্গিবেন। 'ক্রুশ' খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতীক, ইহার বুনিয়াদি চিহ্ন। ইহার দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট অর্থ এই যে, তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের খণ্ডন এবং উহার প্রাধান্য অপনোদন করিবেন। বিশেষতঃ খ্রীষ্টানগণের ইসলাহ্ বা সংস্কারের জন্য আবির্ভূত হওয়ার কারণে তাঁহাকে ঈসা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝায়, তিনি হইবেন 'মুহাম্মদী মসীহ'।

৪। হাদিস নং ৪৬৫ ও ৪৬৬ হইতে প্রকাশ যে, ঈসা অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ মুসলমানগণের "ইমাম' ও 'মাহ্‌দী' হইবেন। মাহদী সম্বন্ধে সর্ব্বাদি-সম্মত মত এই যে তিনি মুহাম্মদীয় উম্মতেরই ব্যক্তি বিশেষ হইবেন। সেইজন্য ঈসা দ্বারাও বুঝায় এরূপ ব্যক্তি, যিনি মুহাম্মদীয় উম্মতে জন্ম গ্রহণ করিবেন। সুতরাং 'রাসুলান ইলা বনি-ইস্রায়ীল' 'বনি-ইস্রায়ীলের প্রতি রসুল' (সুরা আলে ইমরান-২:৫০) হিসাবে যে ঈসা (আঃ) আসিয়া ছিলেন, এই উম্মতে আগমনকারী মসীহ্ বা ঈসা বলিতে তাঁহাকে বুঝায় না। অন্য কথায়, খ্রীষ্টানদের ইসলাহ্ বা সংস্কার সাধনের জন্য আবির্ভূত হওয়ার কারণে আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে 'ঈসা' বলা হইয়াছে, এবং মুসলমানগণের ইসলাহের দায়িত্ব পালনের দিক হইতে তাঁহার নাম 'মাহদী' রাখা হইয়াছে। মাহদী অর্থ স্বয়ং হেদায়েত প্রাপ্ত এবং অন্যকেও হেদায়েত দানকারী 'পথ প্রদর্শক। (হাদিস নং ৪৪১, ৪৪২, ৪৫৯, ৪৬৭, ৪৬৯ এবং ৪৭০ দ্রষ্টব্য)। (ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

পচত্তর বছর পূর্বে দিল্লী সফর উপলক্ষে—
"যিনি আগমন করিবার ছিলেন সেই প্রেরিত পুরুষ আমিই।"

১৯০৫ইং সনের অক্টোবর মাসে হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) দিল্লী সফরে যান। সেখানে জনৈক মৌঃ আব্দুল হক, যিনি সুফী আবুল খায়ের সাহেবের মুরিদানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তিনি তাঁহার কয়েকজন তালেবে-এলেম সহ হযরত আকদাস (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দিল্লীর আরও বহু সংখ্যক অধিবাসীও উপস্থিত ছিলেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা সকলই কি দিল্লীর অধিবাসী?' তাহারা বলিলেন, 'হাঁ'। তারপর মৌঃ আব্দুল হক সাহেব প্রশ্ন করিলেন, 'আমি নিজেদের তসল্লির জন্য একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" হযরত আকদাস অনুমতি দান করিলেন।

আব্দুল হক—আগমনকারী মসীহ ও মাহদীর কথা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই কি আপনার উদ্দেশ্য, না আপনি নিজেই মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীদার?

হযরত আকদাস—"আমি নিজ পক্ষ হইতে কোন কিছুই বলি না, বরং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এবং সেই ইলহাম অনুযায়ী বলিয়া থাকি—যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে বলিয়াছেন যে, 'যিনি আগমন করার ছিলেন সেই প্রেরিত পুরুষ আমিই; যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করিতে পারে এবং যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পারে।' কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) ওফাত পাইয়াছেন এবং পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সে সম্বন্ধে তাঁহার চাক্ষুস সাক্ষ্যও দান করিয়াছেন। কোন বিষয়ের প্রমাণের ক্ষেত্রে দুইটি জিনিসই সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া থাকে—প্রথম, উক্তি; দ্বিতীয়, কার্য বা ঘটনা। এস্থলে আল্লাহ্‌তায়ালার উক্তি (কওল) এবং আঁ-হযরত সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘটনা (ফে'ল) বিদ্যমান রহিয়াছে। মেরাজের রাত্রে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঈসা (আঃ)-কে অন্যান্য বিগত (ওফাতপ্রাপ্ত) নবীদের মধ্যে একত্রে দেখিয়াছেন। এ দুই সাক্ষ্যের পর আপনারা আর কি চাহেন?! তারপর খোদাতায়ালা আমার দাবীর সত্যতার সমর্থনে শত শত নিদর্শন প্রকাশিত করেন। যে সত্যানুসন্ধানী এবং খোদাতায়ালার খওফ (ভয়) রাখে, তাহার পক্ষে সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণের সমাবেশ ঘটিয়াছে।) এক ব্যক্তি পূর্ব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্‌র বাণী ও রসুলের (সাঃ) বাণী অনুযায়ী একান্ত বাস্তব প্রয়োজনের সময়ে দাবী করিয়াছে। ইহা সেই সময় (—হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল) যখন খ্রীষ্ট-ধর্ম ইসলামকে গ্রাস করিতেছে। খোদাতায়ালা ইসলামের সাহায্যার্থে

যাহা প্রকাশ করিয়াছেন উহা অপেক্ষা শ্রেয় ও উৎকৃষ্টতর আর কিছু হইতে পারে না। উনিশ শত বৎসর যাবৎ খ্রীষ্টানদের আকীদা চলিয়া আসিতেছে যে, ঈসা (আঃ) খোদা এবং উপাস্য। বর্তমানে তাহারা চল্লিশ কোটি। তদুপরি মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাহাদেরসমর্থন করা হইতেছে, ইহা স্বীকার করিয়া যে, নিশ্চয় ঈসা (আঃ) এখনও জীবিত আছেন, না তাঁহার খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন, না কোন কিছু পান করার প্রয়োজন। সকল নবী-রসুলই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন কিন্তু শুধু তিনিই জীবিতাবস্থায় সশরীরে আকাশে রহিয়াছেন। এখন আপনারাই বলুন, খৃষ্টানদের উপরে ইহার কী প্রভাব পড়িবে?

আব্দুল হক—খ্রীষ্টানদের উপর তো কোনই প্রভাব পড়িতে পারে না, যতক্ষণ না তলোয়ার প্রয়োগ করা হয়।

হযরত আকদাস—ইহা ভুল ধারণা। তলোয়ারের এখন প্রয়োজন নাই। এখন আর তলোয়ার প্রয়োগের যুগও নয়। ইসলামের প্রথম যুগেও তলোয়ার শুধু জালেমদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই তোলা হইয়াছিল, অন্যথায় ইসলাম ধর্মে বল-প্রয়োগের অবকাশ নাই। তলোয়ারের জখম তো মিশিয়া যায়, কিন্তু 'হুজ্জত' বা দলিল-প্রমাণের জখম মিশে না। যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর দ্বারাই এখন বিরুদ্ধবাদীদিগকে স্বীকার বা বিশ্বাস করাইতে হইবে। আমি আপনাদের হীতাকাঙ্খা ও কল্যাণের একটি কথা বলিতে চাই। একটু মনোযোগ সহকারে শুনুন। বিষয়টির উভয় দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যদি খ্রীষ্টানদের সামনে স্বীকার করা হয়—'যে ব্যক্তিকে তোমরা খোদা এবং মাবুদ স্বরূপ মান, তিনি অবশ্যই এ যাবৎ আকাশে জীবিত আছেন; অথচ আমাদের নবী (সাঃ) তো ওফাত পাইয়াছেন কিন্তু সে ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন; তাঁহার পানাহারেরও দরকার হয় না'—তাহা হইলে এরূপ স্বীকৃতির কী ফল বা প্রতিক্রিয়া দাঁড়াইবে? পক্ষান্তরে, যদি আমরা খ্রীষ্টানদের সামনে ইহা প্রমাণ করিয়া দেই যে, 'যে ব্যক্তিকে তোমরা উপাস্য ও খোদা বলিয়া মান, তিনি মারা গিয়াছেন, অন্যান্য নবীদের ন্যায় তিনিও মৃত্যু বরণ করিয়া মাটির নীচে সমাহিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কবরও বিদ্যমান রহিয়াছে',—ইহার কি ফল ও প্রতিক্রিয়া দাঁড়াইবে? বিতর্ক ফেলিয়া রাখুন এবং আমার বিরোধিতার কথাও আপাততঃ বাদ রাখুন। কেহ আমাকে কাফের বলুক বা দাজ্জাল অথবা অন্য যাহা খুশী বলুক, উহার আমি কিছুই পরোয়া করি না। আপনারা আমাকে ইহা বলুন যে, উল্লিখিত উভয় কথার মধ্যে কোনটির দ্বারা খ্রীষ্ট-ধর্ম সমূলে উৎপাটিত হয়?"

উক্ত বক্তৃতায় মিঞা আব্দুল হক সাহেব এতই অভিভূত হইলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া হযরতে আকদাস ইমাম মাহদী (আঃ)-এর হস্ত চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আপনার কাজ করিয়া যান। আমি দোওয়া করি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে উন্নতি দিন। আল্লাহ্ আপনাকে নিশ্চয় উন্নতি দান করিবেন, বিজয়ী করিবেন। ইহা নিশ্চিত সত্য।'

('বদর' পত্রিকা, ৩১শে অক্টোবর ১৯০৫ইং এবং মলফুজাত, ৮ম খণ্ড পৃঃ ১৭১—২৭২)

অনুবাদ :—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৩১শে অক্টোবর, ১৯৮০ইং তারিখে রাবওয়াতে মসজিদে আকসায় প্রদত্ত]

তাহরীকে জদীদের ৪৭তম বর্ষের ঘোষণাঃ

খোদাতায়ালার হাম্‌দ (প্রশংসা) করুন এবং তদ্বীর ও প্রচেষ্টার মাত্রাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করুন।

নূতন বৎসরের জন্য তাহরীকে জদীদের লক্ষ্য মাত্রা ১৮ লক্ষ টাকা নির্ধারণ

রাবওয়া, ৩১শে ইখা/অক্টোবর—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) আজ এখানে মসজিদ আকসায় জুমার নামাজের পূর্বে ৪ মাস ব্যাপী তাঁহার বিদেশ সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম জুমার খোৎবা প্রদানকালে তাহরীকে জদীদের ৪৭তম বর্ষের ঘোষণা করেন এবং এরশাদ করেন যে, নব বর্ষে তাহরীকে জদীদের লক্ষ্যমাত্রা পাকিস্তানী জামাত সমূহের জন্য ১৮ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা গেল।

হুজুর তাহরীকে জদীদের কল্যাণময় স্কীমের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন যে, এই তাহরীক প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার অবিকল ইচ্ছা অনুযায়ী জারী করা হইয়াছিল। হুজুর তাঁহার সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সাম্প্রতিক সফরে আমি যাহা দেখিয়াছি, যে সকল নে'মত লাভ করিয়াছি এবং যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছি—এই যাবতীয় নে'মতের উৎপত্তির মূল-ব্যবস্থা এবং উপকরণ আল্লাহ্‌তায়ালা ৪৭ বৎসর পূর্বে ('তাহ্‌রীকে জদীদ' স্কীম প্রবর্তনের মাধ্যমে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

হুজুর (আইঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার অফুরন্ত নে'মত ও অনুগ্রহরাজীর কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন যে, ৪৭ বছর পূর্বে জামাতের অবস্থা আজিকার অবস্থার মোকাবেলায় ভিন্নতর ছিল। সেই সময়কার বহির্দেশের কোন চাঁদা জামাতের রেকর্ডে পাওয়া যায় না। কিন্তু আজ অবস্থা এই যে, শুধু ঘানাতেই বর্তমানে ৫ হইতে ১০ লক্ষ আহমদী রহিয়াছেন। হুজুর জামাতের সম্প্রসারতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এককালে বৃটিশ এম্পায়ারের উপর সূর্য অস্ত যাইত না কিন্তু এখন সেই এম্পায়ার আর নাই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আহমদীয়া জামাতের উপর সূর্য অস্ত যায় না। বরং ইহার চাইতেও প্রকট সত্য এই যে, প্রতিদিন যে সূর্য উদিত হয়, উহা জামাত আহমদীয়াকে পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রসারিত ও সুদৃঢ় অবস্থায় দেখিতে পায়। হুজুর বলেন, যেখানে কোন আহমদী নাই সেখানেও জামাতের বিরাট প্রভাব বিদ্যমান। নাইজেরিয়াতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইউরোপের লোকও ইসলাম এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম সসম্মানে লইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হুজুর তাহরিকে জদীদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে বিগত বৎসর ১৮ লক্ষ টাকা টারগেট নির্ধারণ করা হইয়াছিল। উহাতে ওয়াদা তো ১৮ লক্ষের বেশীই হইয়াছিল কিন্তু উসল পূর্ববর্তী টারগেট অর্থাৎ ১৫ লক্ষের কিছু বেশী হইয়াছে। হুজুর বলেন, এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত, যেন বিগত বৎসরের ১৮ লক্ষ টাকা অবশ্যই পরিশোধ হইয়া যায়। উহাতে কমতি থাকা উচিত নয়। হুজুর জামাতকে উপদেশ দান করেন, তাঁহারা যেন আদায়ের ব্যাপারে তাহরীকে জদীদ প্রতিষ্ঠানকে পেরেশান না করেন। হুজুর বলেন, বিগত বৎসরের ১৮ লক্ষ টাকা অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে—ইহা স্মরণ রাখিবেন। তারপর নব বর্ষের নির্ধারিত লক্ষ্য-সীমাকেও ছাড়াইয়া আগে বাড়িতে হইবে। হুজুর জামাত আহমদীয়ার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ বরকত ও কল্যাণের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন যে, ১৯৭০ সনে ঘানায় চারজন ডাক্তারকে প্রায় দশ হাজার 'সেডি' (ঘানিয়নে মুদ্রা) দিয়া 'নুসরত জাহান লিপ ফরওয়ার্ড' স্কীমের অধীন পাঠান হইয়াছিল এবং সেখানে চারটি হাসপাতাল কায়েম করা হইয়াছিল। হুজুর বলেন যে, সেই দেশে যে কাজ দশ হাজার 'সেডি' বিনিয়োগে শুরু করা হইয়াছিল, এখন সেখানে উহার যাবতীয় খরচ বাদ দিয়া ২৫ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রিজার্ভ রহিয়াছে।

হুজুর বলেন যে, আমার সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের একটি প্রেক্ষাপট (Back Graund) হইল তাহরীকে জদীদ এবং ইহার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের গৃহ সমূহ তাহার নেমত সমূহের দ্বারা ভরিয়া দিয়াছেন। হুজুর আহবাবে জামাতকে নসিহত করেন, 'ইহার 'শুকরানা' স্বরূপ খোদাতায়ালার হাম্‌দ (প্রসংসা) করুন। যতই করুন, ততই কম।' হুজুর একান্ত জোশ ও জয্‌বার সহিত বারংবার বলিতে থাকেন :

> "খোদাতায়ালার হাম্‌দ করুন, হাম্‌দ করুন এবং হাম্‌দ করিতে করিতে যেন আপনাদের জিহ্বা ক্লান্ত ও ক্ষান্ত না হয়।"

হুজুর আরও বলেন :

> "তদ্বীর ও প্রচেষ্টার মাত্রাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করুন ; হাম্‌দ করুন এবং দোওয়ার মাত্রাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করুন। হাম্‌দ করুন এবং তদ্বীরের মাত্রাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করুন, যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা মানবজাতির খেদমত ও সেবার উদ্দেশ্যে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টায় অধিক হইতে অধিকতর বরকত দান করেন। আমীন।"

হুজুর বলেন, জগতে খাঁটি তৌহীদ প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে হুজুর সাম্প্রতিক সফরকালে তাঁহার এক অতীব ঈমান উদ্দীপক ও তত্বপূর্ণ 'কাশফ' (দিব্যদর্শন) বর্ণনা করিয়া বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার প্রীতি এই সফরকালে দুইবার প্রকাশ করেন। হুজুর বলেন যে, আমি রাত্রে আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসায় রত থাকিয়া, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—'বিরেদ' পুনরাবৃত্তি করিতেছিলাম। আমি দেখিলাম যে, সমগ্র বিশ্বজগত আমার সঙ্গে

হাম্‌দ করিতেছে। এবং আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ ও স্তুতির তরঙ্গমালা দিক চক্রবালে ক্রমাগত আগাইয়া চলিয়াছে। হুজুর বলেন, সেই হাম্‌দের শব্দ-ধ্বনি আমার কানেও আসিয়া বাজিতেছিল এবং আমার রুহানী চক্ষু ঐ (আত্মিক) দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল। এক কল্পনাতীত বৈচিত্রময় অবস্থা বিরাজ করিতেছিল।

হুজুর বলেন, আমি উহার তাবির এই বুঝিয়াছি যে, আল্লাহ্‌তায়ালার তৌহীদ প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়া গিয়াছে এবং নাস্তিকতা, কমিউনিজ্‌ম, শের্‌ক ও অংশীবাদীতা এবং খোদা হইতে দূরত্বের সকল পথ নিশ্চিহ্ন হইবে এবং এই সেলসেলা (আহমদীয়া) অদূর ভবিষ্যতেই, এক শতাব্দীর মধ্যে কায়েম হইয়া যাইবে। হুজুর বলেন, দোওয়া করুন এবং তদ্বীর ও প্রচেষ্টার পরিধিকে চূড়ান্ত সীমায় বিস্তৃত করুন, এবং জামাতে যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হয়, সেগুলির মাধ্যমে, প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা মানবজাতির মন জয় করুন। হুজুর বলেন, ইসলামকে যদি সঠিক রূপে পেশ করা যায়, তাহা হইলে ইহাতে বিরাট প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। হুজুর বলেন, আমি (বিদেশের) প্রেসকে ইহা স্বীকার করাইতে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছি এবং একটি পত্রিকা একটি ফটোর * নীচে শুধু এটুকু লিখিয়াছে :—

Hatred for none, love for all.

জগতকে ইহা জানাইয়া দেওয়া কল্পনাতীত ও অসম্ভব ব্যাপার ছিল যে, জামাত আহমদীয়া সমগ্র জগতবাসীর সহিত ভালবাসা রাখে, কাহাকেও ঘৃণা করে না। হুজুর বলেন, জগতের ইতিহাস ঘাটিয়া দেখুন, আপনি প্রতিটি ব্যক্তিকেই কাহারো না কাহারো প্রতি নিশ্চয় ঘৃণা করিতে দেখিতে পাইবেন। জামাত আহমদীয়াই এক মাত্র জামাত যাহারা কাহাকেও ঘৃণা করে না।

হুজুর দোওয়া করেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের ভ্রাতা ও ভগ্নিদিগকে ইসলামের এই সত্যটি উপলব্ধি করিবার তওফিক দিন। আমীন। ('দৈনিক আল-ফজল' ৫ই নভেম্বর, ১৯৮০ইং)

---

* হুজুর জুলাই হইতে অক্টোবর ৪ মাস ব্যাপী ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার মোট ১২ টি দেশ সফর করেন। প্রতিটি দেশে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনের বিস্তারিত প্রতিবেদন অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে লণ্ডনে আয়োজিত একটি অভূতপূর্ব প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠানের পর বিখ্যাত 'গার্ডিয়েন'' পত্রিকায় তিন কলমের উপর প্রকাশিত হুজুরের এক অতি আকর্ষণীয় ফটোর নীচে তাঁহার নামসহ উক্ত বাণী প্রকাশিত হয়।

অনুবাদক—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [উর্দু দুররে সমীন]

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমায়
হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর
উদ্বোধনী ভাষণ

ইসলামের অন্তর্নিহিত অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, ও মানুষের হক ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। ইসলামের উক্ত চেহারা পেশ করিয়াই জগতে আমরা বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারি।

৩১শে অক্টোবর ১৯৮০ইং রাবওয়ায় তিন দিন স্থায়ী কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর বার্ষিক বিশ্ব-ইজতেমা উদ্বোধন পূর্বক সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন :

'ইসলামের অন্তর্নিহিত অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা এবং সর্বস্তরে মানুষের হক ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, এবং ইসলামের এই চেহারা পেশ করিয়াই জগতে আমরা বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারিব। তাঁহার সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া হুজুর বলেন—'আমি যেখানেই গিয়াছি সেখানেই পবিত্র কুরআন পেশ করিয়াছি, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ ও নমুনা তুলিয়া ধরিয়াছি। কেননা, তিনি ছাড়া জগতে অন্য এমন কেহই নাই যাহাকে উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত ও মডেল হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে।

হুজুর তাঁহার সফরের পটভূমিকার উপর আলোকপাত করিতে গিয়া স্পেনের মাটিতে পাঁচশত বছরের বিরতির পর সর্ব প্রথম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। হুজুর বলেন, জগতে খুব দ্রুত পরিবর্তন আসিতেছে। স্পেনে ১৯৭০ইং সনের অবস্থা এই ছিল যে, সেখানে পুরাকালের একটি বিধ্বস্ত ধূলাবৃত মসজিদ নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট আমরা বিশ বৎসর মেয়াদে লিজ হিসাবে লওয়ার দাবী জানাইয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে সেখানকার লাট-পাদ্রী আপত্তি জানাইলেন এবং সরকার নিজ সম্মতি সত্বেও উক্ত আপত্তির কারণে আমাদিগকে উক্ত মসজিদটি দিতে পারিলেন না। এখন আল্লাহ্‌তায়ালা এই ফজল করিয়াছেন যে, তিনি আমাদিগকে সেখানে জমিন ক্রয় করার সামর্থ্য দিয়াছেন, তারপর সেখানকার সরকার এবং প্রশাসন লিখিতভাবে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিলেন। হুজুর এই প্রসঙ্গে ১৯৭০ সনে তাঁহার স্পেন সফরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন— 'এক রাত্রে সেই দেশের মুসলমান শুন্য অবস্থার কথা ভাবিয়া আমার মন এতই ব্যথিত হইল যে আমি সারা রাত্র অত্যন্ত দরদে-দেলের সহিত দোওয়া করিতে থাকিলাম। উহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা ইলহাম সূত্রে জানাইলেন যে, 'এই কাজ অবশ্যই হইবে কিন্তু ইহার নির্ধারিত সময়েই সম্পন্ন হইবে।' হুজুর বলেন যে, ইহা ছিল আমার সাম্প্রতিক সফরের পট-ভুমিকার একাংশ।

হুজুর (আইঃ) উক্ত সফরের পট-ভূমিকার আর একাংশ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ১৯৭৪ সালে বলিয়াছিলেন যে, "নিজেদের গৃহসমূহ সম্প্রসারিত কর এবং তাহাদের হাসি-বিদ্রুপের মোকাবেলায় আমিই যথেষ্ট হইব।" তদনুযায়ী খোদাতায়ালা তাঁহার কুদরতের অতি মনোরম জলওয়া সমূহ দেখান এবং বিগত ছয় বৎসর কালে জামাত আহমদীয়ার জনসংখ্যা পাকিস্তান এবং বহির্দেশে কত বহু গুণ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে! সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তাধালার।

তাঁহার সফরের পটভূমিকার আর একটি দিকে আলোকপাত করিয়া হুজুর বলেন, ইউরোপের স্কেণ্ডেনেভিয়েন দেশগুলির মধ্যে নরওয়েতে সর্বাপেক্ষা বড় জামাত কায়েম আছে। কিন্তু সেখানকার আহমদী মুসলমানদের মসজিদ ছিল না। ১৯৭৮ সনে সেই দেশে তজ্জন্য একটি স্থান দেখা হইল কিন্তু উহার মূল্য দশ/পনের লক্ষ টাকা ছিল এবং বহির্দেশের জামাত সমূহের নিকট এত টাকা ছিল না। সেইজন্য ঐ পরিকল্পনা বর্জন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন অবস্থার এতই পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, শুধু ইউরোপের মিশনগুলিই আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ৩০/৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নরওয়েতে মসজিদ কায়েম করিয়াছে।

হুজুর তাঁহার সাম্প্রতিক সফর উপলক্ষে নাইজেরিয়ার 'এলারো' শহরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ঐ শহরে জামাতের লোকসংখ্যা দুই হাজারের উর্ধে। তাঁহারা তবলীগের উদ্দেশ্যে একটি মোটর কার এবং কয়েকটি স্কুটার ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। সেগুলির সাহায্যে তাঁহারা তবলীগ করেন। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্র হইতে একটি পয়সা সাহায্য না লইয়া, তাঁহারা চারটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন। এখন পঞ্চম 'জামে মসজিদটির' নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন। হুজুর বলেন যে, আফ্রিকায় শত শত মসজিদ আহমদীগণ কেন্দ্র হইতে একটি পয়সা সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকেই নির্মাণ করিয়াছেন। তাহাদের মস্তিষ্কে এই বদ্ধমূল ধারণা রহিয়াছে যে, 'খোদার গৃহ নির্মাণের জন্য কাহারও নিকট সাহায্য চাহিব না।' হুজুর মৃদু হাস্য সহকারে বন্ধুগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'এখন আমি তাহাদের সহিত আপনাদের (অর্থাৎ পাকিস্তানের আহমদীদের) মোকাবিলা করাইয়া দিয়াছি। এবার তাঁহারা জলসায় আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিব যে, তাঁহারা কতগুলি মসজিদ বানাইয়াছেন এবং আপনারা কতকগুলি বানাইয়াছেন।

হুজুর তাঁহার সাম্প্রতিক বিদেশ সফর সম্বন্ধে আরো বলেন যে, এই সফরে এ বিষয়টিও সামনে আসিয়াছে যে, জামাতের ত্যাগী ও আত্মোৎসর্গীত মোবাল্লেগ (প্রচারক)-গণের একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তায়ালা জামাতকে উৎকৃষ্ট 'যেহেন' বা মেধা দান করিয়াছেন কিন্তু আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগ এবং আরও কতগুলি নৈতিক ও চারিত্রিক গুণ এরূপ অবস্থায় আছে যেগুলি এখনও পূর্ণ বিকাশ ও দীপ্তি লাভ করে নাই।

হুজুর বলেন যে, জামেয়া আহমদীয়াতে শুধু মেধাবী ছাত্রদিগকেই গ্রহণ করা হইবে। হুজুর জানান যে, এই বৎসর ভর্তির জন্য যে তালিকা আমার সামনে আসিয়াছে উহাতে তিনজন থার্ড ডিভিশনের ছাত্রও ছিল। অর্থাৎ সংখ্যা পূরণের উদ্দেশ্যে থার্ড ডিভিশনের ছাত্রদিগকে তালিকাভুক্ত করা হইয়া ছিল। হুজুর বলেন, 'আমি এই ক্লাশ বন্ধ করিয়া দিব, তবুও থার্ড ডিভিশনের ছাত্র গ্রহণ করিব না।' হুজুর এই প্রসঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে কর্মরত মুবাল্লেগ জনাব মোঃ নসীম মাহদী সাহেবের কথা অত্যন্ত প্রশংসামূলক ভাব-ভঙ্গীতে উল্লেখ করেন।

হুজুর বলেন, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমাতে আমার অনেক জরুরী কথা বলার আছে। সেইজন্য প্রত্যেক জিলা সংগঠন যেন পাঁচ/দশ জন আনসারুল্লা প্রতিনিধি খোদ্দামের ইজতেমাতেও প্রেরণ করে যাহাতে তাহারা ফিরিয়া যাইয়া আমার কথাগুলি সকলকে বলিতে পারেন। হুজুর বলেন, আমি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিতে চাই। খোদাতায়ালা আপনাদিগকে সেগুলি শুনিবার এবং বুঝিবার তওফিক দিন। (আমীন)।

(আল-ফজল, ৫ই নভেম্বর ১৯৮০ইং হইতে অনুদিত)

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সমাপ্তি ভাষণ

"আজ সে-ই ইজ্জত পাইবে, যে খোদাতায়ালার তৌহীদের গীতি গাহিবে। যাহার জীবন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ অনুযায়ী রূপায়িত হইবে না, সে বাহুবলে কখনও নিজের ইজ্জত করাইতে পারিবে না। অদূর ভবিষ্যতেই সারা জগত ইসলামের দিকে মনোযোগী হইবে এবং সেই সময় আসিবে, যখন জগতে শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইবে।"

রাবওয়া, ২রা নভেম্বর—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ঘোষণা করেন যে, আজ সে-ই ইজ্জত লাভ করিবে, যে খোদাতায়ালার তৌহিদের গীতি গাহিবে, যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অঞ্চল মজবুতির সহিত ধারণ করিবে এবং কুরআন করীমকে সম্মান করিবে। হুজুর বলেন, যাহার জীবন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ অনুযায়ী রূপায়িত হইবে না, সে বাহুবলে কখনও নিজের ইজ্জত করাইতে পারিবে না। উক্ত তত্বপূর্ণ ইরশাদাবলী হুজুর (আইঃ) কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহর ২৩তম বার্ষিক বিশ্ব-ইজতেমার সমাপ্তী অধিবেশনে ভাষণ দানকালে উচ্চারণ করেন।

জামাত আহমদীয়ার ইমাম আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা বলেন, দুনিয়ার ইজ্জত কোন ইজ্জতই নয়। খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে যে ইজ্জত কাহারও জন্য নিরূপীত হয়, উহাই প্রকৃত ইজ্জত। দুনিয়ার ইজ্জতের হাল-অবস্থা তো এই যে, আজ যাহারা রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, আগামীকাল তাহাদিগকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিতে দেখা যায়। এবং ইহা কোন প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী নয় বরং বর্তমান কালেরই বাস্তব ঘটনা। হুজুর বলেন, আজ জগতে যাহা কিছুই সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার সাচ্চা তৌহীদ প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য মানবহৃদয়ে কায়েম করিবার উদ্দেশ্যেই হইয়া চলিয়াছে। হুজুর বলেন, আফ্রিকার সকল দেশ এবং ইউরোপের সমগ্র জনবসতির অবস্থা এই যে, তাহাদের কাছে যাহা কিছুই আছে, সে সম্বন্ধে তাহারা নিরাশাগ্রস্ত। সেইজন্যই তাহারা ইসলামের দিকে মনোযোগী হইতেছে কিন্তু অসুবিধা এই যে, সহি ও সঠিক ইসলাম তাহাদের সমক্ষে পেশ করা হইতেছে না। হুজুর বলেন, ইসলাম এক মহান ধর্ম। ইসলাম শান্তি, মৈত্রী ও নিরাপত্তা এবং মানুষের হক ও অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার নামান্তর। শুধু মানুষেরই নয় বরং বিশ্ব-জগতের সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণীর ও বস্তুরও অধিকার সংরক্ষণের নাম হইল ইসলাম। তেমনি, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সম অধিকার ও মর্যাদার নাম ইসলাম। হুজুর বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার সহজাত শক্তি ও ক্ষমতানিচয় এবং নৈতিক উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিক মহত্ব ও উচ্চতার দিক দিয়া সেই একক সত্তা, যাঁহার নজীর কেহ পেশ করিতে

পারে না। কিন্তু ইহার পাশাপাশিই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার দ্বারা ঘোষণা করাইয়াছেন যে, তিনি বাশার (অর্থাৎ মানব) এবং বাশার হিসাবে সকল মানুষ সমান। হুজুর বলেন,ইসলাম উক্ত ঘোষণার দ্বারা মানুষের মন জয় করিয়াছে, এবং সেই বেলাল (রাজিআল্লাহু আনহু), যাঁহাকে আরবের সরদারগণ বেত্রাঘাত করিত, তাঁহাকে এত উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাইয়াছিল যে, যুগ-খলিফাও তাঁহাকে 'সৈয়্যদনা বেলাল', বলিয়া ডাকিতেন। হুজুর বলেন, আহমদীয়ত তথা ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। অবশ্য যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার দৃষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে সে সমান নয়। কোন চৌধুরী, রাজপুত বা পাঠান অপর কাহারও উর্ধে নয়। হুজুর বলেন, যদি তোমরা খোদাতায়ালার কথা না মান এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লা আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশাবলী মানিয়া না চল, তাহা হইলে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, দুনিয়াও তোমাদিগকে পদাঘাত করিবে এবং তোমরা কোথাও সম্মান পাইবে না। হুজুর বলেন, ইসলাম (ন্যায় নীতি ও প্রীতির শিক্ষার দ্বারা) সকল যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়াছে। Islam is a great Leveller. ইসলামের দৃষ্টিতে সকলই সমান।

হুজুর (আইঃ) সাম্প্রতিক বিদেশ সফর সম্বন্ধে উল্লেখ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের কথা পৃথক পৃথক বর্ণনা করেন। নাইজেরিয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সেই দেশে এক মহা বিপ্লবের সৃষ্টি হইতেছে। আমার সম্বর্ধনার জন্য যে জনতার ভীড় জমিয়াছিল, তাহা আমার আশা বা অনুমান অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। অথচ কয়েক বৎসর পূর্বে আমি যখন সেই দেশে গিয়াছিলাম তখন আমার সম্বর্ধনার মাত্র কয়েক শত লোক সমবেত ছিলেন।

হুজুর ঘানায় তাঁহার সম্মানে প্রদত্ত সম্বর্ধনা সম্বন্ধে বলেন যে, পর্যবেক্ষক ও রিপোর্টারগণ, যাঁহারা আমাদের জামাতের লোক ছিলেন না এবং পত্র-পত্রিকাগুলিও জামাতের ছিল না, – যেগুলিতে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, জামাত আহমদীয়ার খলিফাকে এত বিরাট সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, যাহা ঘানায় আজ পর্যন্ত কখনও কোন রাষ্ট্র-প্রধানকেও জ্ঞাপন করা হয় নাই। হুজুর বলেন, এসব যাহা কিছুই ঘটিয়াছে তাহা মির্যা নাসের আহমদের জন্য ঘটে নাই বরং সব কিছুই আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর নগণ্য এক খাদেম ও দাসের জন্যই সংঘটিত হইয়াছে।

হুজুর নাইজেরিয়ায় ঘটিত এক ট্রাফিক দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যখন হুজুর আবাদান হইতে আক্কোরা নগরীর দিকে প্রত্যাবর্তণ করিতে ছিলেন, তখন শহরের অদূরেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ইহাতে হুজুরের কারটি প্রায় সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়। যখন এক ব্যক্তি জানালার দিক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন আসুবিধা হয় নাই তো? সব কিছু ঠিক আছে তো?' তখন হুজুর বলিলেন, প্রথমে দরজা খুলো। আমি দেখিতে চাই, আমার কোন হাড় ভাঙ্গে নাই তো।' যাহা হউক, আল্লাহ্‌তায়ালা ফজল করিলেন, দৃশ্যতঃ কোন আঘাত বা জখম পাওয়া গেল না কিন্তু ভীষণ ঝাঁকুনীর কারণে মাথা হইতে কমরের নীচ পর্যন্ত মাংসপিণ্ডগুলিতে এত তীব্র ব্যাথা হইতেছিল যে ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

আহমদী ডাক্তারদিগকে হুজুর তাঁহার মেরুদণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য বলিলে তাহারা দেখিয়া বলিলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন ও সুস্থ আছে। হুজুর আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন, তখন আমি আমার রবের সহিত অঙ্গীকার করিলাম যে, তিনি যেহেতু তাঁহার এই বান্দার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন কেবল মাত্র স্বীয় ফজল ও করমে, আমার কোন গুণের জন্য নয়, সেইহেতু এই দুর্ঘটনা সত্বেও আমি আমার প্রোগ্রামের এক সেকেণ্ডও কমাইব না।' সুতরাং সমগ্র কর্মসূচী যথারীতি চলিতে থাকিল এবং হুজুর (আইঃ) কষ্ট সত্বেও কাহাকেও এতটুকুও অনুভব করিতে দেন নাই, যেন কোন ঘটনা আদৌ ঘটে নাই।

হুজুর (আইঃ) নাইজেরিয়া সম্পর্কে বলেন, সেখানে বিরাজমান কতগুলি ভুল বুঝাবোঝির নিরসন ঘটিয়াছে এবং একটি প্রদেশের পক্ষ হইতে হুজুরের সমীপে প্রেরিত এক পত্র মারফত জানান হইয়াছে যে, সেখানে খ্রীষ্টানরা খুব দ্রুত প্রতীমাপূজারীদিগকে খ্রীষ্টান করিতেছে, এবং জামাত আহমদীয়াকে সেখানে পাঁচটি স্কুল খোলার জন্য আবেদন জানান হইয়াছে। কেননা, একমাত্র জামাত আহমদীয়াই খৃষ্টান মিশনারীদের মোকাবিলা করিতে সক্ষম।"

ঘানা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন যে, সেখানে মুসলমানগণ বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল; তাহাদের কোনই মর্যাদা ছিল না। জামাত আহমদীয়া সেখানে কাজ আরম্ভ করিলে প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা মানুষের মন জয় করিতে সমর্থ হয়। হুজুর বলেন, সল্টপাণ্ডে জুমার নামাজে সমবেত মুসল্লিদের সংখ্যা ২৫ হাজার বলিয়া আমরা অত্যন্ত সতর্ক অনুমান হিসাবে ধরিয়াছি কিন্তু স্থানীয় লোকজন বলিতেছিলেন যে, জনতার সংখ্যা ৪০ হাজার হইতে ৫০ হাজার ছিল। হুজুর বলেন যে, সেই দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭০/৮০ লক্ষ। এখন সেখানকার দায়িত্বশীল লোকেরা ঘোষণা করিয়াছেন যে আহমদীয়া জামাতকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে না।

হুজুর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সগুলির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সাংবাদিকগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আপনার মোকাম (Status) কী?' আমি তাহাদিকে বলিতাম যে আমার একটি মোকাম তো হইল হেদায়েত দানের এবং দ্বিতীয়টি এই যে, প্রত্যেক আহমদী আমার ভাই। সকল আহমদীই নিঃসংকোচে আমার নিকট এমন সব কথাও লিখিয়া জানান, যেগুলি তাহারা নিজেদের দেশের আপন লোকজনের সামনে বলেন না।

হুজুর (আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা) তাঁহার 'তায়াল্লুক বিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র সহিত নিবিড় সম্বন্ধ) সম্পর্কিত কয়েকটি ঈমানউদ্দীপক ঘটনাও বর্ণনা করেন। হুজুর বলেন যে, মাতৃ গর্ভস্থিত এক সন্তানকে আমি পুত্র সন্তান হিসাবে নির্ধারণ করিয়া পুরুষের নাম তাহার রাখিয়া দিলাম। সমগ্র ইংল্যাণ্ডের লেডী ডাক্তারগণ এই ফায়সালা দিলেন যে, ঐ মায়ের গর্ভে মেয়ে রহিয়াছে। ভাবী সন্তানের পিতা আমাকে লিখিলেন, 'নাম পরিবর্তন করিয়া দিন।' আমি বলিলাম, 'না, পুত্র-সন্তানই জন্ম গ্রহণ করিবে।' পরিশেষে তাহাই হইল !!

তেমনিভাবে আমি এক ভাবী সন্তানের নাম রাখিলাম এবং একটি খামের মধ্যে বন্ধ করিয়া বলিলাম যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পরে খুলিও। সুতরাং খামটি যখন খোলা হইল, উহাতে শুধু পুত্র সন্তানের নাম লিখা ছিল। সুতরাং পুত্রই জন্ম গ্রহণ করিল।

হুজুর (আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা) বলেন, এ সকল (অলৌকিক) ব্যাপারকে যদি আমি নিজের দিকে আরোপ করি, তাহা হইলে অবশ্যই পাগল বলিয়া গণ্য হইব, কিন্তু খোদাতায়ালার ফজলে আমি পাগল নই; আমি আমার মোকাম বা অবস্থান সম্বন্ধেও অবগত রহিয়াছে এবং আমার খোদাতায়ালার মাকাম ও মর্যাদা সম্বন্ধেও ওয়াকেফহাল।

হুজুর (আইঃ) আনসারুল্লাহর সদস্যদিগকে তাহাদের জিম্মাদারী ও দায়িত্বাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন: 'নিজদিগকে এবং নিজ পরিবারবর্গকে খোদাতায়ালার গজব হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হউন। আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির দিকে লইয়া যায়—সেই পথ ধরুন। হুজুর বলেন, 'যদি জামাতের পরিবারসমূহ খোদাতায়ালার প্রেম-প্রীতির অধিকারী হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহা এক দৃষ্টান্তমূলক ও আদর্শস্থানীয় জামাতে পরিণত হইবে।' হুজুর বলেন, 'অদূর ভবিষ্যত কালেই জগত ইসলামের দিকে মনোযোগী হইবে, এবং সেই সময় আসিতেছে, যখন বিশ্বের শতকরা নিরান্নব্বই ভাগ জনবসতি ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইবে। ইহা বর্তমান যুগের সেই বাস্তবতা যাহা আমি বিশ্বের প্রেসের সমক্ষে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছি।

হুজুর (আইঃ) আনসারুল্লাহকে নসিহত করিয়া বলেন, 'অঙ্গীকার করুন যে, দুনিয়ার লালসায় খোদাতায়ালার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন না। খোদাতায়ালার রহমতের ভিক্ষা কামনারত থাকিয়া জীবন যাপন করিবেন। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কাহারও অঞ্চল ধারণ করিবে না।' হুজুর বলেন- 'ইনশাআল্লাহ্ দুনিয়ার কোন শক্তি সেই অঞ্চল আমাদের হাত হইতে ছিনাইতে পারিবে না।' হুজুর বলেন, 'এলেম ও জ্ঞানের ময়দানে এতই আগুয়ান হউন, জগত যেন স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় যে আহমদী মুসলমানগণ সকলকে অতিক্রম করিয়া আগে বাড়িয়া গিয়াছে।'

পরিশেষে হুজুর মজলিস আনসারুল্লাহর 'আহ্‌দনামা' পাঠ করান, এবং দোওয়ার পর উক্ত অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ('দৈনিক আল-ফজল' ৬ই নভেম্বর ১৯৮০ইং)

অনুবাদ :—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

শুভ বিবাহ

(১) গত ৩রা নভেম্বর, চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জনাব আনোয়ারুজ্জামান ভূঁইয়া সাহেবের পুত্র জনাব রফিউজ্জামান ভূঁইয়ার সাথে উক্ত জামাতের মৌঃ মাসুদুর রহমান সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ রাকিবা আক্তারের শুভ বিবাহ চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়া মসজিদে বার হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়িয়াছেন মৌঃ গোলাম আহমদ খান সাহেব, প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

পরিশেষে ইজতেমায়ী দোওয়া করান বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব।

(২) গত ৫ই নভেম্বর সিলেটের জামালপুর নিবাসী জনাব মশরুক উল্লাহ চৌধুরী সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব টেনু মিয়ার সাথে কুমিল্লার ক্রোড়া নিবাসী জনাব আব্দুল হাদী ভূইয়া সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা মোসাম্মৎ ছুরাইয়া বেগম (বিউটি)-এর শুভ বিবাহ কন্যার পিত্রালয়ে সম্পন্ন হয়।

উভয় বিবাহ বা-বরকত ও দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫৭)

রাশিয়ার তদানীন্তন সম্রাট জার সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঃ

প্রথম মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) আরও একটি মহা নিদর্শন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। এই মহা নিদর্শনটি ছিল রাশিয়ার তদানীন্তন সম্রাট জার সম্পর্কিত। ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ ছিল যে,

"زار ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار"

"জার ভি হোগা তো হোগা উস ঘড়ী বাহালে জার"

অর্থাৎ, 'ঐ সময়ে সম্রাট জারের অবস্থাও খুবই মর্মান্তিক হবে।'

যে ঘটনা প্রবাহের ফলে রাশিয়ার সম্রাট জারের অবর্ণনীয় পরিণতি ঘটেছিল সে সম্পর্কে এখানে কিছুটা বিস্তারিত উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইলহামী ভাষায় বাহাল-ই-জার' (মর্মান্তিক অবস্থা) বাক্যাংশ দ্বারা ক্রমাগতভাবে দুঃখ দুর্দশা এবং নিঃসহায় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এর দ্বারা তদানীন্তন রুশ শাসকের অবলুপ্তির কথাই শুধু বলা হয় নি, সেই সঙ্গে রুশ শাসকদের মহা প্রতিপত্তিশালী রাজ-বংশেরও অবলুপ্তির উল্লেখ ছিল। প্রিন্স নিকোলাস সম্বন্ধে বলা হয় নি, বরং সম্রাট জার সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে রাজকীয় শাসন ব্যবস্থা তথা রাজতন্ত্রের কবল থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয় নি। কিন্তু যখন ঐশী নির্ধারিত সময় এলো তখন অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সেই পরিবর্তন সূচিত হলো।

১৯১৭ সনে যখন রুশ বিপ্লব শুরু হয় তখন রাশিয়ার সম্রাট জার রাজধানীতে ছিলেন না। সেই সময়ে তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সময় বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কোন আশংকাই ছিল না। প্রথমতঃ সামান্য কিছু আন্দোলন শুরু হয় — বিশেষতঃ একজন গভর্ণরের বিরুদ্ধে, যিনি প্রজাদের বিরুদ্ধে কিছুটা অবিবেচনা-প্রসূত আচরণ করেছিলেন। অতীতেও এরূপ ঘটনা হয়েছে—কিন্তু তখন সহজেই একটি সংগঠিত রাষ্ট্র হিসাবে এ ধরণের আন্দোলন দমনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হতো। পূর্বের রীতি অনুযায়ী এবারও সম্রাট জার আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এই কঠোর ব্যবস্থা কার্যকর হলো না। পক্ষান্তরে এর ফলশ্রুতিতে গণ-অসন্তোষ আরো বেড়ে গেল এবং আরো বিপদাবলী দেখা দিল। এরপর জার সেই গভর্ণরকে পদচ্যুত করলেন এবং তিনি স্বয়ং রাষ্ট্রীয় কাজে অধিকতর মনোনিবেশের উদ্দেশ্যে রণক্ষেত্র থেকে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তিনি ঘটনা প্রবাহের আরো অবনতির কথা শুনলেন।

অবস্থা দৃষ্টে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে মানা করলেন। কিন্তু সম্রাট কারো কথাই শুনলেন না. রাজধানীর দিকেই অগ্রসর হতে লাগলেন। বেশী দূর যেতে হলো না তাঁকে। ইতিমধ্যে তিনি শুনতে পেলেন যে, বিপ্লবীরা রাষ্ট্রীয় সেক্রেটারীয়েট দখল করেছে এবং সেখানে জন-সমর্থিত সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একদিনের মধ্যেই (১২ই মার্চ, ১৯১৭ সন) পৃথিবীর সর্বাধিক প্রতাপশালী একজন সম্রাট সিংহাসন চ্যুত হয়ে একজন প্রজার পর্যায়ে নেমে আসেন। ১৯১৭ সনের ১৫ই মার্চ তিনি দুর্নিবার চাপের মুখে এই ঘোষণা দিতে বাধ্য হন যে, তিনি এবং তাঁর পরিবারের কোন ব্যক্তি আর কখনো রাশিয়ার সিংহাসনের দাবী করবেন না। অর্থাৎ এই ঘোষণা অনুযায়ী এর পর থেকে জার-বংশ শাসন ক্ষমতার অধিকার হারালো। এতে এর চেয়েও মর্মান্তিক ঘটনা সম্রাট এবং তাঁর বংশের জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। এখন লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো: জার-বংশের সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস (Nicholas II) কি সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ সংক্রান্ত অঙ্গীকার স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বাঁচাতে পেরেছিলেন?

ঐ বছরের ২৯শে মার্চ দ্বিতীয় নিকোলাসকে বন্দী করে 'স্কোসিল' (Skosile) নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। একদিন পরে ২২শে মার্চ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। এর ফলে রাশিয়ার রাজ পরিবারের শেষ আশাটুকুও চিরতরে নিভে যায়। এমন কি সম্রাটের নিরাপত্তাও সন্দেহজনক হয়ে পড়ে। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সংগঠিত মিত্রশক্তি ইত্যবসরে অন্য দিকে মনোনিবেশ করে। কেননা যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট নানা দুঃখজনক ঘটনা এবং সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন ভীষণভাবে অনুভূত হয়। তখন পর্যন্ত রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা রাজ-পরিবারেরই একজন সদস্য অর্থাৎ যুবরাজ দিলভাও (Prince Dilvao) এর হাতে ন্যস্ত ছিল। শাসন ক্ষমতায় এই যুবরাজের উপস্থিতির কারণে সিংহাসন চ্যুত জার এবং তাঁর পরিবারের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। এমন কি রাজকীয় পরিবার ক্রনাস্বরে বাগান করা এবং এই জাতীয় পেশায় (যা কোন সাবেক শাসক এবং তার পরিবারের জন্য যথাযোগ্য ছিল) আত্মনিয়োগ করেছিল কিন্তু জুলাই মাসে এই যুবরাজ দিলভাও আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন এবং তাঁর স্থলে কেরেনস্কী (Kerensky) নামক নতুন এক ব্যক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এই সময় রাজ-পরিবারের সদস্যদের জীবন যাপন খুবই কষ্টকর হয়ে উঠে। কিন্তু তবুও যাহোক কষ্টে-সৃষ্টে কোন রকমে দিন চলে যাচ্ছিল।

১৯১৭ সনের ৭ই নভেম্বর বলশেভিক বিপ্লবীগণ কেরেনস্কী সরকারকে উৎখাত করে শাসন ক্ষমতা লাভ করে। সম্রাট জারের অবস্থা এই সময় এমন শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, যে কোন দৃঢ় চিত্ত ব্যক্তির পক্ষেও এরূপ দৈহিক ও মানসিক কষ্ট সহ্যাতীত ছিল। জারকে রাজপ্রাসাদের আভ্যন্তরীণ বন্দীবস্থা থেকে সরিয়ে নিয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পাঠানো হলো এবং শেষ পর্যন্ত 'ইকতারিনসবার্গ' (Ekaterinsberg) নামক স্থানে নিয়ে আসা হলো। এই স্থানে তাঁকে সেই সকল নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে যেগুলো তিনি তাঁর শাসনামলে রাজবন্দীদের উপর প্রয়োগ করতেন। এই স্থানটি ছিল উরাল পর্বত মালার পূর্বদিকে এবং মস্কো থেকে ১৪০০ মাইল দূরে। এই স্থানে রাশিয়ান বন্দীরা সম্রাট জারের শাসনামলে খনিতে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতো। এই সকল যন্ত্রপাতি পার্শ্ববর্তী রাজকীয়

খনি গুলোতে ব্যবহার করতো অন্য বন্দীরা। এই স্থানে জার এসে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন এবং স্মরণ করলেন তাঁর নিজ কীর্তিকলাপের কথা—কিভাবে তিনি অন্যদের উপর অত্যাচার এবং নির্যাতন করেছেন। বলশেভিক সরকার বন্দী সম্রাটের দৈনিক রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি হ্রাস করে দিল। সম্রাটের রুগ্ন সন্তানকে রূঢ় ও কর্কশভাষী গার্ডরা তার পিতামাতার সামনেই বেদম প্রহার করতো। শেষ পর্যন্ত একদিন সম্রাজ্ঞী জেরিনার সামনে কুমারী রাজ কন্যাদের সৈনিকরা ধর্ষণ করে এবং লাঞ্ছিত করে। সম্রাজ্ঞী জেরিনা এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করলে সৈন্যগণ তাকে জোর পূর্বক এই নির্মম দৃশ্য দেখতে বাধ্য করে। কোন মানুষের ভাগ্যে এত বেশী বিপদ এবং মর্মান্তিক পরিণাম সংঘটিত হয় নাই; যা রাশিয়ার সম্রাট জারকে এবং তাঁর পরিবার বর্গকে ভোগ করতে হয়েছে। অবশেষে ১৯১৮ সালের ১৬ই জুলাই সম্রাট জার এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করা হয়।

হযরত মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যাণী—"জার ভি হোগা তো হোগা উস ঘড়ী বাহ্‌ালে জার" ('এমন কি জারও ঐ সময়ে মর্মান্তিক অবস্থায় পতিত হবে') অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু অফসোস, অনেক লোক আছে যারা খোদা প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য এতদসত্বেও নিদর্শন দেখতে চায়! (ক্রমশঃ) ["দাওয়াতুল আমীর" গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

সংবাদ :

বিভিন্ন জামাতে দ্বীনী কর্মতৎপরতা

* ২৯শে নভেম্বর রোজ রবিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহমদীপাড়াস্থ মসজিদে-মোবারকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিস আনসারুল্লাহর আঞ্চলিক বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া, নাজেমে আলা উহাতে যোগদান করেন।

* ৫ই অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহ্‌তারম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতে আহমদীয়ার একটি তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

* ২৩শে অক্টোবর হোসনাবাদ (জামালপুর) জামাতে আহমদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তক 'আমাদের শিক্ষা' অবলম্বনে একটি মনোজ্ঞ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

* ৭ই নভেম্বর কটিয়াদী জামাতের উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে 'সাদাকাতে' মসীহ মওউদ' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আল্লাহো আকবর

ঃ বিজয়োৎসব ঃ

[শুভ পঞ্চদশ হিজরী]

অবসান হ'ল চৌদ্দসিদ্দী
সাথে বিচিত্র ঘটনারাজী,
হিজ্‌রী পঞ্চদশ বিজয়োৎসব
পবিত্র মহররম আজি।
আসিল রসূল (সাঃ) হইল উজল
মরু উদ্যান-ভূমি,
ক্ষণেকের তরে আলো বিকীরণে,
আসিল দুর্যোগ নামি।
ফোরাত কূলেতে ঘোর দুর্যোগ—
চলিল হোসেন (রাঃ) স্বর্গধামে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাজি,
পবিত্র খিলাফত আসন টলিল
এল সাম্রাজ্যবাদী বাদশাহী।
মারকাট আর ভোগ বিলাস
রাজ্য-লিপ্সা রীতি-নীতি,
টিপ্‌ টিপ্‌ জ্বলে প্রদীপ তখন
দ্বাদশে নিভিল রবি।
দ্বাদশে ত্রয়োদশে জাগাতে ইস্‌লামে
হ'ল কোরবান, দেহলবী ও বেরিলবী (রাঃ),
ইয়াজুজ মাজুজ ঘিরিল জগৎ
আঁধার হইল উজল ধরণী অমানিশি নামি আসি।
প্রতি শতাব্দী শিরে, এল মোজাদ্দিদ
জ্বালাতে মোমোর বাতি,
শামাদান তবু নিভু নিভু আজি
আর জ্বলেনাগো তা' বুঝি।
তিমির রাশিতে ঘিরিল মানবে,
মুখেতে নাই আর হাসি,

হাজার বরষ হয়েছে অতীত. আরও তার সাথে দুশো
ম্লান হ'য়ে গেছে জ্যোতির ঝলক, রহমান নীরবে নাহি আর বসি।
প্রতিশ্রুত জন আসিল তখন (চতুর্দ্দশে)
যুগেমাম মাহ্‌দী মসীহ্ (আঃ),
জন্মভূমি তাঁর শুভ্র চূড়া সমীপে
তুষার পাদদেশে, কাদিয়ান পুন্যভূমি।
হযরত আহমদ (আঃ) পুন্য নাম তাঁর
দ্বীনে মহম্মদী সেবক তিনি,
তাই, দিকে দিকে আজ বিজয় পতাকা, চেয়ে দেখ য়ুরোপ, আফ্রিকা মেরিকা
সর্বত্র সবুজ শান্তি পতাকা, উড়ে পত্‌পত্‌ করি—বিজয় ঘোষণা করি।
ঘোষিছে সে পতাকা একত্বের বাণী
কারও পরওয়া কভু না করি.
আর মহম্মদ নবী (সাঃ) উজ্জল রবি
মাত্র তিনিই ত্রাণকারী।
জয়, জয়, জয়, ইস্‌লামের জয়,
আল্লাহ্ মহান ধ্বনী,
স্বর্গীয় রাজ্যে মহা উল্লাস
আসিল আশীষ বাণী।

——

অবসান হল .....

হিজরী পঞ্চদশ বিজয়োৎসব—

——

আল্লাহো আকবর। ইস্‌লাম জিন্দাবাদ।
খাতামাল মুরসালীন জিন্দাবাদ। ইন্‌সানিয়েৎ জিন্দাবাদ !!!

প্রচারক,
মহম্মদ ইয়াকুব নবদ্বিপী
আঃ আঃ, কোর্টপাড়া কুষ্টিয়া।
(১লা মহর্‌রম, শুভ পঞ্চদশ হিজরী)।

বিস্তৃত অবগতির জন্য : *জনাব হযরত আমীর সাহেব,*
দারুত তবলীগ, আঞ্জুমানে আহ্‌মাদীয়া,
৪নং বখ্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১

সুলভ প্রেস, কুষ্টিয়া।

* রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহ ও মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক বিশ্ব-ইজতেমাদ্বয়ে যোগদানের পর জনাব ওবাদুর রহমান সাহেব (নাজেমে আলা, বাংলাদেশ মঃ আঃ) এবং জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব (নায়েব সদর—১, বাংলাদেশ মজলিসে খোঃ আঃ) ফিরিয়া আসিয়া ঢাকায় কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামাজের পর উভয় ইজতেমার সম্বন্ধে ঈমানউদ্দীপক ঘটনাবলী জামাতের বন্ধুগণের সামনে বর্ণনা করেন। উল্লেখ্য, আল-হাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, জনাব মোঃ জাকীউদ্দীন (প্রেসিডেন্ট, ময়মনসিংহ জামাত) এবং অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জামাতে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসায় যোগদান এবং কাদিয়ান-যিয়ারতের পর দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ৩০শে নভেম্বর বাদ ইশা জনাব চৌধুরী সাহেব তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কে ঢাকায় কেন্দ্রীয় মসজিদে উপস্থিত বন্ধুগণের সামনে ঈমানবর্ধক বক্তব্য রাখেন।

জনাব ওবায়দুর রহমান সাহেবের মারফত রাবওয়ার বুজুর্গান এবং আরও অনেকে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সকলকে আন্তরিক সালাম এবং দোওয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

ইটালীর ভূমিকম্পে নিহত দশ সহস্রাধিক

বিবিসি জানায়, দক্ষিণ ইটালীতে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পাঁচদিন অতিবাহিত হইবার পরও সেখানে ধ্বংসস্তূপের নীচে অনেক মৃতদেহ চাপা পড়িয়া আছে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে। এখনও অনেককে জীবন্ত ধ্বংসস্তূপ হইতে উদ্ধার করা হইতেছে। সর্বশেষ সরকারী হিসাবে নিহতের সংখ্যা পাঁচ হাজার বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও উদ্ধার তৎপরতায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল বলিয়াছেন, শুধু আদেলিনো প্রদেশেই কমপক্ষে ১০ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে। অন্যদিকে, এক্সাধিক বেসরকারী হিসাব হইতে আভাস পাওয়া যায়, তালের্মো ও নেপলস প্রদেশে সম্ভবতঃ আরও কয়েক হাজার ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

রয়টার, এপি, এএফপি, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা জানায়, পার্বত্য এলাকার একটি গ্রামের গীর্জায় সমবেত ৫০ ব্যক্তির সকলেই ভূমিকম্পে প্রাণ হারাইয়াছে।

ওকফে-জদীদের চাঁদা আদায়ে তৎপর হউন

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন:

"আমাদের এরূপ মুখলেস আহমদী মুয়াল্লেমগণের প্রয়োজন যাঁহাদের অন্তরে কুরআন আহকামের উপর নিজেরা আমল করার এবং অন্যকেও আমল করাইবার আগ্রহ-উদ্দীপনা আছে। তারপর সেই সকল মুয়াল্লেমের খরচ-পত্র পূরণের উদ্দেশ্যে আমাদের চাঁদাও দেওয়া উচিৎ। এই চাঁদার একাংশ আমি আহমদী বালক-বালিকাগণের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে তাহাদের জিম্মায় ন্যস্ত করিয়াছিলাম। আমি চাই, যে স্বপ্রণোদিত হইয়া স্বচ্ছাকৃতরূপে নিজের পকেট খরচ হইতে অল্প কিছু টাকা বাঁচাইয়া এই তাহরীকে পেশ না করে—এমন কোন আহমদী বালক-বালিকা যেন না থাকে।"

(১৪ই জানুয়ারী ১৯৭৮ইং তারিখের জুমার খোৎবায় সারাংশ)

ওকফে জদীদের চলতি বৎসর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে শেষ হইতে চলিয়াছে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী তদনুযায়ী নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততিদের ওকফেজদীদ চাঁদা পরিশোধ করিয়া প্রতিশ্রুত গলাবায়ে-ইসলামের আসমানী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশীদার হউন। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের প্রত্যেকের সহায়ক ও রক্ষক হউন আমীন। এই চাঁদার নূনতম হার বার্ষিক ১২টাকা।

সংকলন—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ -এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor